দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

১০ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজকে ১০ কোটি টাকা জরিমানা

শর্ত পূরণ না করে ১৫৩ শিক্ষার্থী ভর্তি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শর্ত পূরণ না হওয়ার পরেও ১৫৩ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করায় দশ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রত্যেকটিকে এক কোটি টাকা করে জরিমানা করেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। আগামী দশদিনের মধ্যে এসব মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে এই টাকা পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। যদি এই সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহলে ওই ১৫৩ শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন ও প্রবেশপত্র আটকে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আপিল বিভাগ আদেশে বলেছে, জরিমানার অর্ধেক অর্থ পাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

২০ পৃষ্ঠার পর

১০ প্রাইভেট মেডিক্যাল

কর্তৃপক্ষ। ওই অর্থ দিয়ে ঢাবি কর্তৃপক্ষ একটি ফিক্সড ডিপোজিট (এফডিআর) অ্যাকাউন্ট করবে। ওই এফডিআর থেকে পাওয়া লভ্যাংশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি প্রদান করবে। বাকি অর্থ সমপরিমাণে বাংলাদেশ কিডনি ও লিভার ফাউন্ডেশনকে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এই অর্থের ওপর কোনো ধরনের করারোপ না করতে এনবিআরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ গতকাল রবিবার এই আদেশ দেন। আদেশে বলা হয়েছে, জরিমানার অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রেও ওই দশ মেডিক্যাল কলেজের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে আদালত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাবি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়টি মনিটর করতে বলা হয়েছে। এই দশ মেডিক্যাল কলেজ হলো: শমরিতা মেডিক্যাল কলেজ, সিটি মেডিক্যাল কলেজ, নাইটিঙ্গেল মেডিক্যাল কলেজ, জয়নুল হক শিকদার মেডিক্যাল কলেজ, এ আর মেডিক্যাল কলেজ, ইস্ট-ওয়েস্ট মেডিক্যাল কলেজ, তাইরুন নেছা মেডিক্যাল কলেজ, আইচি মেডিক্যাল কলেজ, কেয়ার মেডিক্যাল কলেজ ও আশিয়ান মেডিক্যাল কলেজ।

২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় ২০০'র মধ্যে ১২০ নম্বর পাওয়া ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি করা যাবে এবং ছাত্র/ছাত্রীদের লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বর পেতে হবে বলে সিদ্ধান্ত দেয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও একই সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। তবে ওই শর্ত পূরণ না হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দশ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া ১৫৩ শিক্ষার্থীর প্রথম পর্বের (ফার্স্ট প্রফেশনাল এক্সামিনেশন) রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র আটকে দেয়। এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ওইসব শিক্ষার্থী হাইকোর্টে রিট করেন। ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট রিট আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র প্রদানের নির্দেশ দেয়। ওই আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিভ টু আপিল দায়ের করে। গত ১০ আগস্ট ওই আপিলের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগ ওই দশ মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের জরিমানা করা হবে না তা জানতে চায়। একইসঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষকে ২১ আগস্টের মধ্যে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। এছাড়া ১৫৩ শিক্ষার্থীকে প্রথম পর্বের পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র প্রদানে হাইকোর্টের আদেশও স্থগিত করে আপিল বিভাগ।

আদালতের নির্দেশ মোতাবেক গতকাল আপিল বিভাগে মেডিক্যাল কলেজগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দাখিল করা হয়। ওই ব্যাখ্যায় বলা হয়, ছাত্র/ছাত্রীদের লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বর পেতে হবে বলে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে এটি কখনোই আমরা ভঙ্গ করিনি। ইতিপূর্বে হাইকোর্টের দেয়া একটি রায় প্রতিপালন এবং আদালত অবমাননার হাত থেকে রক্ষা পেতেই এই ১৫৩ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। জবাব দাখিলের পর আপিল বিভাগ বলেন, মেডিক্যালে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে যথাযথ মান রক্ষা হচ্ছে না। এভাবে বিষয়টিকে চলতে দেয়া যায় না। আমরা এর ইতি টানতে চাই। এরপরই ১৫৩ শিক্ষার্থীর বিষয়ে আদেশ দেয় আপিল বিভাগ। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও এএফএম মেসবাহউদ্দিন এবং মেডিক্যাল কলেজ ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে আইনজীবী আবদুল বাসেত মজুমদার, এ জে মোহাম্মদ আলী, মাসুদ রেজা সোবহান, ও এএম আমিনউদ্দিন, এএফএম সাইফুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

সাইফুল করিম বলেন, আপিল বিভাগ উপরোক্ত আদেশ দিয়ে ১৫৩ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে যে অনিয়ম হয়েছে তা মার্জনা করে দিয়েছে।